R. N. No. 2532/57

Phone No. RGG. 112

Regd No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-৫৫৫২
রিপ্রোডাকশন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

# জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সবার সেরা
কালি, গাম, প্যাড ইঙ্ক
প্যারাগন কালি
প্যারাফিক্স, প্যাড ইঙ্ক
শ্যামনগর
২৪-পরগণা

৬৯শ বর্ষ
২৬শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ২২শে অগ্রহায়ণ, বুধবার, ১৩৮৯ সাল
৮ই ডিসেম্বর, ১৯৮২ সাল।

নগদ মূল্য : ২৫ পয়সা
বার্ষিক ১২৲, সডাক ১৪

# লোডসেডিং নয়, বিদ্যুৎ বিভ্রাট যন্ত্র ও কর্মচারীদের গাফিলতিতে

বিশেষ সংবাদদাতা : লোডসেডিং নয়। বিভাগীয় কর্মচারীদের গাফিলতি এবং পুরোনো যন্ত্রপাতি না সারানোর জন্যই রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে ঘন্টার পর ঘন্টা বিদ্যুৎ বিভ্রাট ঘটছে। বিদ্যুতের মেনটেন্যান্স শাখা থেকে বলা হয়েছে এই বিভ্রাটের জন্য উমরপুর সাবষ্টেশন কর্তৃপক্ষ দায়ী। অন্যদিকে সাবষ্টেশনের এক মুখপাত্র বলেছেন, শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে গোলযোগ থাকার কারণেই এই ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাট। গত এক মাস থেকে এই শহর দুটিতে গড়ে ৭-৮ ঘন্টা করে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থেকেছে। কয়েকদিন থেকে এ অবস্থা আরও দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে। আমাদের প্রেসের যাবতীয় কাজকর্ম বন্ধ রাখতে হচ্ছে। ফলে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও পত্রিকা যথাসময়ে পাঠকদের হাতে পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। সরজমিন তদন্তে দেখা যাচ্ছে এই বিদ্যুৎ বিভ্রাটের জন্য মেনটেন্যান্স বিভাগের গাফিলতিই দায়ী। শহরে দু তিনটি ড্যামেজ ট্রান্সফরমার দীর্ঘদিন ধরে কোন রকমে ঠেকা দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। বার বার বলেও তা পাল্টানো হয়নি। এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট সম্পর্কে মেনটেন্যান্স বিভাগের এ্যাসিষ্টেন্ট ইঞ্জিনীয়র দীপককুমার ঘোষ ই এইচ টি (সাবষ্টেশন)'র কাজকর্মকে দায়ী করেছেন। শ্রীঘোষ এ সম্পর্কে বহরমপুরে বিভাগীয় অফিসারের কাছে একটি চিঠিও পাঠিয়েছেন। তাতে তিনি ব্যাপক বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কথা স্বীকার করে নিয়ে স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের কথা জানিয়ে আশংকা প্রকাশ করেছেন। তিনি আমাদের জানান, সাবষ্টেশন গোকর্ণের নির্দ্দেশে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে। এবং সেই মতই লোডসেডিং হয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে লোডসেডিং শেষ হয়ে লাইনে বিদ্যুৎ এলেই সটসার্কিট হচ্ছে বা লাইন কেটে যাচ্ছে। কেন হচ্ছে শ্রীঘোষ তা জানেন না। সম্ভবতঃ গীয়ারে গোলযোগ আছে। এদিকে বিদ্যুৎ বিভ্রাট নিয়ে স্থানীয় সি পি এমও ভীষণ ক্ষুব্ধ। তাঁরা মনে করেন, কিছু কর্মী ইচ্ছাকৃত ভাবেই ক্রমাগত এই বিভ্রাট সৃষ্টি করছেন। তাঁরা শহরের বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য পৃথক লাইন স্থাপনের দাবীও জানিয়েছেন। এর জন্য জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশনের কাছে একটি ওভার হেড নির্মাণের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পূর্বরেলের জেনারেল ম্যানেজার সি, কে, স্বামীনাথনের কাছে এ সম্পর্কে দাবী জানিয়েও এ যাবৎ কোনো ফল হয়নি। এ ব্যাপারে স্থানীয় মেনটেন্যান্স বিভাগের তেমন কোনো তৎপরতা নেই বলে অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় গোলযোগের দরুন সৃষ্ট এই বিদ্যুৎ বিভ্রাট বন্ধের ব্যাপারে কোনো আশ্বাস স্থানীয় কর্মকর্তারা আপাততঃ দিতে পারেননি। তাদের কথাবার্তায় একটা গা ঝাড়া ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

# পুরশহর ধুলিয়ানের সামগ্রিক উন্নয়নে চাই মাষ্টার প্ল্যান (৩)

নন্দলাল সরকার : শহরের সদর রাস্তার দু'পাশে খানাখন্দ। অল্প বৃষ্টিতে জল জমে যাওয়ায় সাইকেল আরোহী ও পথচারীদের প্রাণ হাতে করে চলাফেরা করতে হয়। দ্রুত ধাবমান মোটরযানের সামনে পড়ে গেলে স্বল্প পরিসর পীচের রাস্তা ছেড়ে নীচে নামবার উপায় থাকে না। ফলে এই পথে দুর্ঘটনা নিত্য লেগেই আছে। প্রায় প্রতিদিনই কেউ না কেউ আহত হচ্ছে, দুর্ঘটনায় মৃত্যুও ঘটছে। ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশন থেকে ট্রেনে কলকাতা, বারহারোয়া, পাটনা, আসাম যাওয়া যায়। সাধারণ ট্রেন ছাড়া দ্রুতগামী কোন ভাল ট্রেন নেই। গোদের উপর বিষ ফোড়া ছিনতাই রাহাজানির ভয়। ধুলিয়ান গঙ্গা রেল ষ্টেশন রাতের বেলা যেন শ্মশানপুরী। রাতের অন্ধকারে এখানে নারীর দেহ বেচাকেনা চলে। ওয়াগন কাটা হয়। যাত্রীদের বিশ্রামাগার নেই। নিরাপত্তারও কোন ব্যবস্থা নেই। ধুলিয়ান শহর থেকে ষ্টেশন পর্যন্ত রাস্তার অবস্থা যাতায়াতের অযোগ্য। ধুলিয়ান—মালদহ ষ্টেট বাস বন্ধ হয়ে গেছে। তা'ছাড়া উত্তরবঙ্গ পরিবহণ সংস্থার কোন সরকারী বাস শহরে প্রবেশ করে না। ঘোড়া গাড়ীর চলাচলে শহরাঞ্চলের স্বাস্থ্য বিপন্ন। শহরের শেষ প্রান্তে গঙ্গানদীতে পারাপারের একমাত্র সম্বল নৌকা। ফেরী নৌকায় যাত্রী বেশী। ঘাটের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। যে কোন সময়ে অঘটন ঘটতে পারে। তবু নজর নেই কারও।

# ধুলিয়ান সি পি এমে আরও ভাঙ্গন

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফরাক্কার 'কমরেড'কে ধুলিয়ান লোকাল কমিটি সম্পাদক করায় ধুলিয়ানে সি পি এম দলের মধ্যে যে বিরোধের শুরু হয়েছিল এখন তা তুঙ্গে উঠেছে। কৃষক সমিতির প্রাক্তন সম্পাদক ও প্রবীণতম সি পি এম সদস্য কয়েকশো অনুগামীসহ বিক্ষুব্ধ হয়ে দল ছেড়েছেন। সরে দাঁড়িয়েছেন আর এক নেতা সহিদুল আলমও। এক সময় শ্রীআলম অরঙ্গাবাদ বিধানসভা কেন্দ্রে দলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এর আগে আরও একদল ক্ষুব্ধ কর্মী দল ছেড়ে ফঃ ব্লকে যোগ দেন। ক্ষুব্ধ কর্মীরা সি পি এমের দুই নেতা সত্যদেব গুপ্ত ও চিত্ত সরকারের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সমস্ত ঘটনা বহরমপুরে জেলার নেতাদেরও জানানো হয়েছে।

# কংগ্রেসীরা ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ দেখাবেন

রাজনৈতিক সংবাদদাতা : বামফ্রন্ট অপশাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে ইন্দিরা কংগ্রেস ব্লকে ব্লকে বিক্ষোভ দেখাবেন এবং জনসভা করবেন। ২৮ নভেম্বর বহরমপুরে যুব কংগ্রেস'ই আয়োজিত আইন অমান্য আন্দোলনে রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলের নেতা আবদুস সাত্তার একথা ঘোষণা করেন। এ দিনের আন্দোলনে শ্রীসাত্তারসহ প্রায় সহস্রাধিক কংগ্রেস কর্মী আইন ভাঙ্গেন। রাজ্য যুবকংগ্রেস সভাপতি সোমেন মিত্র (এম এল এ), বীরেন মহান্তি, অনুপ চন্দ (এম এল এ) প্রমুখরাও এই আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দেন। সরকারী ব্যর্থতার অভিযোগ এনে আন্দোলনকারীরা এদিন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর কুশপুত্তলিকা দাহ করেন। এ দিনের আন্দোলনে ছাত্রপরিষদ (ই)র সুব্রত সাহা পন্থী কোনো নেতা যোগ দেননি। জানা গেছে তারা পৃথক ভাবে আইন অমান্য আন্দোলনের ডাক দেবেন। এদিন আইন অমান্যের আগে কংগ্রেসী নেতারা এক সমাবেশে ভাষণ দেন। সোমেন মিত্র সাংবাদিকদের জানান, পশ্চিমবঙ্গে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। ক্ষমতাসীন দলের কর্মীরা পুলিশকে খুন করছে। সাধারণ মানুষকে দুর্বিষহ যন্ত্রণা সহ্য করতে হচ্ছে। পরে রঘুনাথগঞ্জ শহরেও একদল কংগ্রেস কর্মী এস ডি ও অফিস চত্বরে আইন অমান্য করে গ্রেপ্তার বরণ করেন। এঁদের মধ্যে এম এল এ হাবিবুর রহমান ও প্রাক্তন এম এল এ মহঃ সোহরাবও ছিলেন।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

# জঙ্গিপুর সংবাদ

২২শে অগ্রহায়ণ বুধবার, ১৩৮৯ সাল

## ॥ বিদ্যুৎ প্রসঙ্গে ॥

যে সময় রাজস্থান, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, গুজরাট, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি এবং দক্ষিণ ভারতের রাজ্যগুলির কেহ কৃষিতে, কেহ শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন সমৃদ্ধির পথে আগাইয়া চলিয়াছে, সেই সময় জনসংখ্যা-সংপৃক্ত, ক্রমবর্দ্ধিত, অগণিত সমস্যাজর্জরিত পশ্চিমবঙ্গ কি কৃষি, কি শিল্পোৎপাদনে দিনের দিন পিছাইয়া পড়িয়া এক জটিল পরিস্থিতির মধ্যে পড়িতেছে। তড়িৎপৃষ্ঠ হইয়া মানুষ বা অপরাপর জীবজন্তুর জীবনান্ত ঘটে। পশ্চিমবঙ্গও আজ ইলেকট্রিক শক্ খাইয়া বসিয়াছে। আর ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলশ্রুতি হিসাবে রাজ্যের সার্বিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ হইতেছে এবং রাজ্যকে ক্রমশঃ দুর্যোগের অন্ধকারে ঠেলিয়া দিতেছে।

বিদ্যুৎকেন্দ্রিক বর্ত্তমান সভ্যতা; তাই আজ দৈনন্দিন জীবনযাপন নানা কারণে বিদ্যুৎনির্ভর। কখন, কোন্ সময় এবং কতক্ষণ ধরিয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ থাকিবে, কেহই বলিতে পারেন না। বিদ্যুৎ ঘাটতি এই রাজ্যে পূর্বাপর চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ঘাটতির তীব্রতা প্রচণ্ডভাবে দেখা দিয়াছে।

বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হইলে ধনীদেরই কষ্ট—এ কথা এখন খাটে না। কেন না, ধনীরা আলো, পাখা, রেফ্রিজারেটার প্রভৃতি অচল থাকিলে কষ্ট পান সত্য; কিন্তু বিদ্যুৎ যাঁহাদের রুজিরোজগারের একমাত্র সহায়' তাঁহারা বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হওয়ায় অপরিসীম দুর্গতির মধ্যে পড়িতেছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুটির শিল্পের অনেকগুলি বিদ্যুৎ অভাবে অচল। বড় বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন রীতিমত কমিয়া যাইতেছে। কলকারখানায় আশানুরূপ কাজ না হওয়ায় লোকসানের একশেষ হইতেছে বলিয়া উহা বন্ধ করিয়া দিতে হইতেছে। যেগুলি বন্ধ আছে, তাহাও খুলিতেছে না। তৎসংশ্লিষ্ট শ্রমিক-কর্মী বেকার হইয়া পড়িতেছেন। এই সহরে একাধিক আটাকল, মশলাপেষাই কল, আইসক্রীম তৈয়ারীর কল আছে। অনিয়মিত বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য অনেক কল বন্ধ থাকিতেছে। ফলে দিনান্তে গরীব শ্রমিক কিছু আটা ভাঙ্গাইয়া রাত্রির আহার জুটাইবে, তাহা বন্ধ। হলুদ পেষাই করিয়া গ্রামে গ্রামে বিক্রয় করিয়া যাহারা উদরান্নের সংস্থান করে, তাহাদের সে পথ বন্ধ। আইসক্রীম হকারেরা মাল পাইতেছে না, তাহাদের উপার্জন বন্ধ। আর বৃহত্তর ক্ষেত্রে ব্যাহত শিল্পোৎপাদনের জন্য রাজ্যের অর্থনীতি বিপর্যস্ত হইতেছে, জিনিষপত্রের দরবৃদ্ধি ঘটিতেছে। কারণ উৎপাদন চাহিদার তুলনায় বিশেষভাবে কমিতেছে।

অবশ্য ইহা বরাবর সত্য যে, এই রাজ্যে বিদ্যুতের চাহিদায় ও উৎপাদনে বিরাট ব্যবধান রহিয়াছে। সে ফাঁক এতদিনও পূরণ হয় নাই। যে কর্মসূচী হাতে লইয়া অন্যান্য রাজ্য নানা শিল্পে অগ্রসর হইতেছে, যে কর্মসূচীতে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ, মাঠে মাঠে বিদ্যুৎচালিত গভীর নলকূপ-সেচপাম্প ফসলের হাসি ফুটাইতেছে, কলকারখানা দিবারাত্র চালু রহিয়া তথাকার আর্থিক উন্নয়ন ঘটাইতেছে, সে কর্মসূচীর রূপায়ণে পশ্চিমবঙ্গের ব্যর্থতা কেন? এই জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি হস্তক্ষেপ নিতান্ত বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলিতে যান্ত্রিক বিকলতা কিছুতেই সারিতেছে না। ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কোন ইউনিট চালু থাকে, কোনটি বন্ধ হয়। ইহার মূলে নাকি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক-ত্রুটি বলিয়া শুনা যাইতেছে।

রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকার এই বিপদ সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অবহিত আছেন। উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মূল যান্ত্রিক ত্রুটির জন্য যদি বিদ্যুৎ উৎপাদন এইরূপ ধাক্কা খাইতে থাকে, তবে বিকল্প ইউনিট সাময়িকভাবে চালু করিয়া মূল ব্যাধি সারাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। বিদ্যুৎ কর্মীদের কাজের গোলমাল দৃঢ়হাতে বন্ধ করিতে হইবে। শুধু কমিশন আর বৈঠক ব্যর্থ পরিহাস ছাড়া আর কিছু হইবে না। রাজ্যের সার্বিক স্তরের এত বড় তীব্র সঙ্কট হইতে রাজ্যকে মুক্ত করুন—সরকারের নিকট এই সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইতেছি।

একটি সুসংবাদ

স্থানীয় জনসাধারণের প্রয়োজন ও পছন্দমত রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাটে এই প্রথম একটি "ষ্টীল" ফার্ণিচারের দোকান খোলা হইয়াছে।

এখানে বিশিষ্ট কোম্পানীর ষ্টীল আলমারী সোফাকাম বেড, ফোল্ডিং খাট, চেয়ার, টেবিল ইত্যাদি ন্যায্য দামে পাবেন।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস
রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)
মুর্শিদাবাদ

মহকুমার অতিথিরে
আসরে ও
উৎসবে
সকলের প্রিয়
চা কুটীর চা
রঘুনাথগঞ্জ.মুর্শিদাবাদ

সকলের প্রিয় এবং বাজারের সেরা
ভারত বেকারীর স্লাইজ ব্রেড
মিয়াপুর * ঘোড়শালা * মুর্শিদাবাদ

সুরবল্লী কষায়

রক্ত পরিষ্কারক ও
বলবর্দ্ধক

সি. কে. সেন এণ্ড কোং লিঃ

কলিকাতা

রঘুনাথগঞ্জ ( পিন—৭৪২২২৫ ) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

## বেতনে বিলম্ব

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ প্রধান ডাকঘরের অধীনে আজিমগঞ্জ সাব পোষ্ট অফিসের শাখা ডাকঘরের মাধ্যমে সাগরদীঘির প্রাথমিক শিক্ষকগণ বেতন পেয়ে থাকেন। কিন্তু মানি অর্ডার ফরম আসার সঙ্গে সঙ্গে টাকা না আসায় তাদের বেতন পেতে অযথা বিলম্ব হচ্ছে। এক একদিনে হাজার টাকা পাঠানোয় দু'তিন জন করে শিক্ষকের বেতন মেটে। এইভাবে সমস্ত শিক্ষককে বেতন মেটাতে ১৬-১৭ দিন লেগে যায়। অথচ শিক্ষা বিভাগের নির্দেশ আছে মানি অর্ডার ফরম যাওযার সঙ্গেই যেন বেতন দেওয়া হয়। শিক্ষকগণ টাকা না পাওয়ার জন্য অসুবিধেয় পড়েন। ডাক বিভাগের ওভারসিয়ার থাকা সত্বেও টাকা দিতে অযথা বিলম্বের প্রতি ডাক ও তার বিভাগের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।

## প্রাথমিকে রজত জয়ন্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : সাগরদীঘি রামনগর গ্রামে বিন্দুবাসিনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্ত্তি উপলক্ষে রজত জয়ন্তী উৎসব পালন করা হয়। এই উপলক্ষে স্কুলের ছাত্র ছাত্রীরা ব্রতচারী নৃত্য, ড্রিল, হস্তশিল্প প্রদর্শন করে। জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক হরেন পালসহ স্কুল পর্ষদের পদস্থ অফিসারেরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। শ্রীপাল স্কুলের ছাত্র ছাত্রীদের কাজকর্ম্মের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

**ধুলিয়ান ষ্টোন প্রডাক্টস**
ষ্টোন মার্চ্চেন্ট এণ্ড গভঃ কনট্রাক্টর
পাকুড়ে নিজস্ব কোয়ারী
ধুলিয়ান পাকুড় রোডে ৩৪নং জাতীয়
সড়কের নিকটস্থ ক্র্যাসার ইউনিট
ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে সুলভে
ষ্টোন চীপস্, বোল্ডার, ষ্টোন সেট,
পোঃ ধুলিয়ান, জেলা মুর্শিদাবাদ
ফোন : অফিস ৫২, ফ্যাক্টরী ১১৭
ষ্টোন ম্যাটারস প্রভৃতির
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান।
এস এস আই রেজি নং ২১/১৩৭ ১৫৮
তাং ২৪-৩-৭০

পানে ও আপ্যায়নে
**চা ঘরের চা**
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—৩২

*সবার প্রিয় চা—*
**চা ভাণ্ডার**
রঘুনাথগঞ্জ সদরঘাট
ফোন—১৬

---

## মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ

## বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদের অধীনস্থ তিনটি ডাকবাংলো যাহা কলাডাঙ্গা, হরিহরপাড়া এবং বোখারা নামক স্থানে অবস্থিত সেগুলির টালি, ইট, গৃহের কাট, করোগেটেড টীন, দরজা, জানালা ইত্যাদি সামগ্রী আগামী ১৭-১২-৮২ তারিখে প্রকাশ্য নিলাম ডাকে বিক্রয় করা হইবে। ঐ সমস্ত ডাকবাংলোগুলির জায়গা, গাছ, বাসনপত্র, আসবাবপত্র প্রভৃতি এই নিলাম ডাকের অন্তর্ভুক্ত হইবে না।

এ বিষয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক খবরাখবর লইবার জন্য ইচ্ছুক নিলাম ডাককারীগণকে মুর্শিদাবাদ জিলা পরিষদ বহরমপুর অফিসে খোঁজ লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

*জে, এম, চক্রবর্ত্তী*
৩।১২।৮২
জেলা বাস্তুকার

Memo no 1599 ( 5 ) E dated 3-12-82

---

## মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এই বছরটি একটি দুর্বৎসর। প্রথম দফার অনাবৃষ্টিজনিত ক্ষয়ক্ষতি সামলে ওঠার আগেই আবার খরার কবলে পড়ে আমরা বৃহত্তর দুর্বিপাকের সম্মুখীন হয়েছি। সমস্ত রাজ্য জুড়েই এই খরার প্রকোপ চলছে। ফসলের অবস্থা বেশ খারাপ। ফলে, গ্রামাঞ্চলে মানুষেরা এক নিদারুণ অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন।

এই বিপদের সময়ে আমাদের সকলেরই দেখা উচিত কী করে এই পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে যথোপযুক্ত সাহায্য চেয়েছি যাতে এই সংকটের মোকাবিলার জন্য আমাদের সামর্থ্য ও সংস্থান আশানুরূপ বৃদ্ধি পায়। খরাপীড়িত জনগণের সাহায্যের জন্য আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করা প্রয়োজন। জনসাধারণের প্রতি নিঃস্বার্থ মমত্ববোধই এই অবস্থা থেকে আমাদের বাঁচাতে পারে।

আমি সমাজের সকলস্তরের মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে মুক্ত হস্তে দান করার জন্য আবেদন জানাচ্ছি। মানুষের সবচেয়ে প্রয়োজনের মুহূর্তে তাঁদের সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসুন।

জ্যোতি বসু

**মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিলে সাহায্য করুন**

*ঠিকানা :*—মুখ্যমন্ত্রীর খরাত্রাণ তহবিল, মহাকরণ
কলিকাতা-৭০০০০১

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

---

## খরার মোকাবিলায় সেচসেবিত এলাকায়

### বেশী করে গম, ডালশস্য, তৈলবীজ, আলু, সব্জি ইত্যাদির চাষ করুন।

* গভীর নলকূপ, নদীজল উত্তোলন প্রকল্প ও অগভীর নলকূপ দ্বারা সেচসেবিত এলাকায় বেশী করে গম, ডালশস্য, তৈলবীজ ইত্যাদির চাষ করুন।
* প্রতি একর বোরোধান চাষের জন্য যে জল লাগে তা দিয়ে ৫ একর জমিতে গম, ১২ একর জমিতে তৈলবীজ ও ৩০ একর জমিতে ডালশস্যের চাষ করা যায়।
* ইউ পি ২৬২, জনক, সোনালিকা প্রভৃতি জাতের গমের চাষ করুন।
* বি-৯, বি-৮৫ জাতের সরষে, বি-৭৭ ( মুসুরি ), বি-১০৮ ( ছোলা ) ইত্যাদি ডালশস্যের চাষ করুন।
* বেশী ফলনের জন্য পুরোনো বীজ বদল করে সার্টিফায়েড বীজ ব্যবহার করুন।
* সরকারী কৃষি খামার ও নিকটবর্তী ডিলারের কাছ থেকে 'সার্টিফায়েড' বীজ সংগ্রহ করুন।
* সব রকম সাহায্যের জন্য আপনার ব্লকের কৃষি কর্মীর সাথে যোগাযোগ করুন।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক, মুর্শিদাবাদ।

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ।

## Government of West Bengal
## Office of the District Magistrate, Murshidabad
# M. V. Department.

Application for transfer of ownership in respect of the following yehicles have been received in the office of the undersigned. This office deems fitte bring it to the notice of the interested persons and as such objection are invited within 15 (fifteen) days from the date of publication if any against transfer of ownership noted against each of the notice.

1. Sree Ketaki Kumar Pal —WMN—212 (M. Cycle)
S/O Late Krishna Ch. Pal
Vill. & P. O. Jangipur
P. S. Raghunathganj
Dist. Murshidabad.

2. Smt. Amena Bibi —DLZ—7814 (M. Cycle)
W/O Md. Israfil Hossain
Vill. Huda.
P. O. Huda Herempur
P. O. Raninagar
Dist. Murshidabad.

3. Sri Swapan Das MEY—1851 (Yezdi)
S/O Hiralal Das
106, Netaji Road
P. O. Berhampore, Dist. Murshidabad.

4. Sasti Kumar Singh Roy —UPU—257 (M. Cycle)
S/O Sri Bhupendra Nath Singh Roy
Vill. & P. O. Rajput Teghari
P. O. Raghunathganj
Dist. Murshidabad.

5. Nibastullah Sk. —DLO—5611 (M. Cycle)
S/O Sri Hazi Akser Sk.
Kapasdanga, Dist. Murshidabad.

6. Smt. Sabitri Halder —WBK—5160 (Truck)
W/O Sri Indu Bhusan Halder
33/1, Exhibition Bagan Road
Gorabazar, P. O. & P. S. Berhampore
Dist. Murshidabad.

7. Sri C. S. Pattanaik —WGZ—166 (Jeep)
S/O Late S. N. Pattanaik
Umrapur, P. O. Ghorsala
P. S. Raghunathganj
Dist. Murshidabad.

8. Sri Madhai Ch. Dhar —WBQ—7404 (Mini Truck Van)
S/O Late Bhujanga Bh. Dhar
2, Radhamadhab Mistri Lane
Acharyapara, P. O. Khagra
Dist. Murshidabad.

9. Smt. Monoara Begam —WGR—527 (Truck)
D/O Rayet Hossain Mollah
Vill. & P. O. Nazirpur
P. S. Beldanga, Dist. Murshidabad.

10. Smt. Shyamali Saha —WMZ—4395 (Scooter)
W/O. Sri Pran Kr. Saha
68, Amar Chakraborty Road
P. O. Khagra, Dist. Murshidabad.

11. Sri Arindam Sarkar —WMJ—36 (M. Cycle)
S/O Nirmal Sarkar
8, Pandey Lane, Gorabazar,
P. O. Berhampore, Dist. Murshidabad.

12. Md. Enamul Hoque —WMZ—1299 (Scooter)
S/O Md. Mamtaj Ali
Vill. Khidirpur, P. O. Chhabghati,
P. S. Suti, Dist. Murshidabad.

13. Sri Jatindra Nath Biswas —WGZ—1524 (M. Cycle)
S/O Joydeb Biswas
87, Madhupur
P. O. & P. S. Berhampore
Dist. Murshidabad.

14. Sri Bijoy Kr. Karmakar —DLO—9444 (M. Cycle)
S/O Late Chandi Charan Karmakar
Azimganj, P. S. Jiaganj
Dist. Murshidabad.

15. Md. Anisur Rahaman —BRL—3402 (M. Cycle)
S/O Late Khalilur Rahaman
Vill. & P. O. Swaruppur
P. S. Hariharpara
Dist. Murshidabad.

I. C. A. 8790 (2)/82.

Published by District Information Office, Murshidabad.